ঢাকা, শুক্রবার, ৩ আগস্ট ২০০৭
১৯ শ্রাবণ ১৪১৪, ১৮ রজব ১৪২৮
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০, বর্ষ ৯, সংখ্যা ২৬৬

প্রথম আলো

প্রজন্ম ডট কম

ই-মেইল : pdotcom@prothom-alo.com

প্রতিবেদন

ছোনটিয়া গ্রামের স্কুলে চলছে কম্পিউটার শেখা

মোস্তফা মনজু, জামালপুর

কম্পিউটার শেখার ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো সাফল্য দেখিয়েছে জামালপুর জেলার একটি গ্রামের বেসরকারি একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টির ৭৫০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে এ পর্যন্ত ৩৫০ জন ছেলে ও মেয়ে কম্পিউটার চালানো শিখেছে। পরিকল্পনা রয়েছে সব শিক্ষার্থীকেই কম্পিউটার শেখানোর। স্কুলটি হলো জামালপুর সদর উপজেলার দিগপাইত ইউনিয়নের ছোনটিয়া গ্রামের মামুন স্মৃতি পাবলিক উচ্চবিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের কম্পিউটার শিক্ষা কেন্দ্রটি সবার দৃষ্টি কাড়ে। ঢাকার ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ নেটওয়ার্কের (ডি.নেট) উদ্যোগে চালু হয়েছে কেন্দ্রটি। সঙ্গে আছে অনেক মানুষের পৃষ্ঠপোষকতা।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সারাটোগা শহরের খান ফ্যামিলি ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় ডি.নেটের পরিচালনায় ২০০৫ সালে এই বিদ্যালয়ে স্থাপন করা হয় এমদাদ-সিতারা কম্পিউটার সাক্ষরতা কেন্দ্র। প্রশিক্ষণ শুরু হয় ওই বছরের জুন মাস থেকে। কেন্দ্রের জন্য বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি আলাদা ঘর তৈরি এবং সেখানে চারটি কম্পিউটার এবং প্রিন্টার দিয়েছে ফাউন্ডেশনটি। অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান দিয়েছেন আটটি চেয়ার ও চারটি টেবিল। এই কেন্দ্র সচল রাখার জন্য বিদ্যালয়ের তিনজন সহকারী শিক্ষক—মোজাম্মেল হক, বেগম রোকেয়া ও সোহেল রানাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এমনিতে এই কেন্দ্রের জন্য বিদ্যালয়ের তহবিল থেকে কোনো খরচ হয় না। তবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি উচ্চক্ষমতার জেনারেটর দিয়েছে।

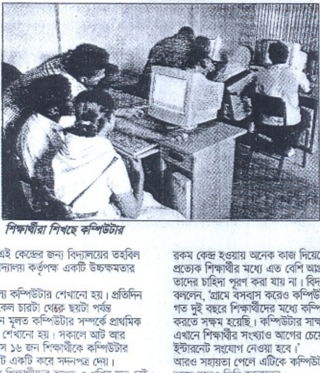

শিক্ষার্থীরা শিখছে কম্পিউটার

এই কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে কম্পিউটার শেখানো হয়। প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে দশটা এবং বিকেল চারটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত কম্পিউটার ক্লাস নেওয়া হয়। এখানে মূলত কম্পিউটার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা এবং এমএস অফিস, পেইন্ট শেখানো হয়। সকালে আট আর বিকেলে আটজন—এভাবে প্রতি মাসে ১৬ জন শিক্ষার্থীকে কম্পিউটার শেখানো হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ডি.নেট একটি করে সনদপত্র দেয়।

বিদ্যালয়ে কম্পিউটার শিখতে পারায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও খুশির অন্ত নেই। গ্রামের এসব খুদে শিক্ষার্থীকে কম্পিউটার চালাতে দেখে বেশ অবাক হতে হয়। দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র রাকিবুল হাসান মামুন বলেছে, 'আধুনিক বিজ্ঞান জগতে কম্পিউটারকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাই কম্পিউটার শিখেছি। কম্পিউটারের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারছি। এমএস ওয়ার্ডে বাংলা-ইংরেজি লিখতে পারি। প্রিন্ট করতে পারি, ছবি আঁকতে পারি। এখানে কম্পিউটার শেখার পর উচ্চশিক্ষা নেওয়া সহজ হবে।' সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী মরিয়ম মমতাজ মুন্নি জানায়, এখানে সে টানা এক মাস ধরে কম্পিউটার শিখেছে। তার আরও শেখার ইচ্ছে আছে।

দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র মিজানুর রহমান তুষার বলেছে, 'এক মাসেই কম্পিউটারের প্রতি দারুণ আগ্রহ বেড়ে গেছে। প্রশিক্ষণ শেষে একটি করে সনদপত্র পেয়েছি। আমার বাসায় কম্পিউটার আছে। প্রতিদিন একটা সময় করে আমি কম্পিউটার চালাই। বড় বোন, চাচাতো ভাইকে শেখাই। আমার আশা আছে, কম্পিউটার প্রকৌশলী হওয়ার।' দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী সোনিয়া আক্তার রুমি বলেছে, 'আমি এসএসসির বিষয় হিসেবে কম্পিউটার-শিক্ষা নিয়েছি। তাই আমরা এক মাসের বেশি শিখতে পারছি।'

বিদ্যালয়ের কম্পিউটার প্রশিক্ষক মোজাম্মেল হক বললেন, গ্রামে এ রকম কেন্দ্র হওয়ায় অনেক কাজ দিয়েছে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে এত বেশি আগ্রহ যে মাত্র চারটা কম্পিউটার দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করা যায় না। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম বললেন, 'গ্রামে বসবাস করেও কম্পিউটার শিক্ষার সুফল আমরা পেয়েছি। গত দুই বছরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কম্পিউটার শিক্ষার প্রতি বেশ আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি। কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচি চালু হওয়ার পর থেকে এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। শিগগিরই এখানে ইন্টারনেট সংযোগ নেওয়া হবে।'

আরও সহায়তা পেলে এটিকে কম্পিউটার স্কুল হিসেবে গড়ে তোলার ইচ্ছা আছে বলেও তিনি জানালেন।